সংবাদ

তারিখ 23 MAY 2010
পৃষ্ঠা

এসবিএ পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষকদের বাণিজ্য

জিম্মি ছাত্র ও অভিভাবক

রাকিব উদ্দিন

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিস্তৃতি এবং গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন (এসবিএ) পদ্ধতি চালু করা হলেও তাকে এখন শিক্ষকরা বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বিষয়ের ৩০ এসবিএ নম্বর নিয়ে দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে নানা রকম বাণিজ্য। যেসব শিক্ষার্থী শ্রেণী শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়ে, আর্থিক সুবিধা প্রদান করে এবং শিক্ষকদের নানা ধরনের চাহিদা পূরণ করতে পারে তারাই বিষয়ভিত্তিক পরিপূর্ণ এসবিএ নম্বর পাচ্ছে বলে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন। মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র 'সংবাদ'কে জানায়, শ্রেণী শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে এসবিএ পদ্ধতির সব শর্ত ভালভাবে মেনেও প্রত্যাশিত নম্বর পাওয়া যায় না। আর যারা শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়ে তারা ৭০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও এসবিএ'র পূর্ণ ৩০ নম্বর পাচ্ছে। এসবিএ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে শিক্ষকদের জন্য এ বিষয়ে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রণয়ন করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই তা ভালভাবে পালন করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক আবু সালেহ মো. খোরশেদ 'সংবাদ'কে বলেছেন, শিক্ষার্থীদের মননশীলতার বিকাশ এবং সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এসবিএ পদ্ধতি খুবই ভাল উদ্যোগ। কিন্তু এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ মনিটরিং বা তদারকি না থাকায় কিছু শিক্ষক এসবিএ নম্বরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার

শিক্ষকদের : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

শিক্ষকদের : বাণিজ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (মাধ্যমিক) আইয়ুব হোসেন সংবাদকে বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসবিএ নম্বর নিয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রায়ই নানা ধরনের অভিযোগ আসছে। শিগগিরই মন্ত্রণালয়ের সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা করে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হবে বলেও তিনি জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন শ্রেণী বা বাড়িতে কোর্স সম্পর্কিত যে সব কাজ সম্পাদন করে তার ভিত্তিতে শিখনে তাদের অগ্রগতির মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে সরকার ২০০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসবিএ পদ্ধতি চালু করে। শিক্ষার্থীদের জন্য পালনীয় ১০টি বিষয় নির্ধারণ করে ২০০৫ সালের ১২ জুলাই এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষার্থীর পঠিত প্রতিটি বিষয় বছরে তিন কাসে সেমিস্টারভিত্তিক পরীক্ষায় মূল্যায়ন করা হবে।

শিক্ষার্থীদের পালনীয় ১০টি বিষয় হলো ১. উপস্থিতি ও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ, ২.মূল্যায়ন শ্রেণীভিত্তিক, ৩.এসাইনমেন্ট (একক/দলভিত্তিক), ৪.আচরণ, মূল্যবোধ ও সততা, ৫. বক্তব্য উপস্থাপন বা একক ও দলভিত্তিক আলোচনা, ৬. নেতৃত্বের গুণাবলি, ৭. নিয়মানুবর্তিতা, ৮. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, ৯. খেলাধুলায় কৃতিত্ব এবং ১০. বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাস। এই ১০টি বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি বিষয়ে উপরোক্ত পরিমাপকের ভিত্তিতে ৩০ নম্বর ও সেমিস্টারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে ৭০ নম্বর মূল্যায়ন করে দুটি নম্বর যোগ দিয়ে সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারিত করার পদ্ধতি চালু হয়।

এসবিএ পদ্ধতির ৩০ নম্বরকে ৬টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- ১. শ্রেণী অভীক্ষা, ২. শ্রেণীর কাজ, ৩. বাড়ির কাজ, ৪. নির্ধারিত কাজ (এসাইনমেন্ট), ৫. মৌখিক উপস্থাপনা এবং ৬. দলগত কাজ। এই ছয়টি অংশের প্রতিটির জন্য ৫ নম্বর করে মোট ৩০ নম্বর এসবিএ এর জন্য বরাদ্দ আছে। রাজধানীসহ জেলা শহরগুলোতে শিক্ষকরা এই নম্বরকে তাদের বাণিজ্যিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন বলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) নিয়মিত অভিযোগ আসছে।

এসবিএ পদ্ধতি সম্পর্কে তেজগাঁও নাজনীন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ঢাকাস্থ বরিশাল জেলা শিক্ষক সমিতির মহাসচিব নুরুল ইসলাম সংবাদকে বলেছেন, এসবিএ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেড়েছে। শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটছে। নির্ধারিত নম্বর পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা অধিকতর পরিশ্রমও করছে। তবে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে এসবিএ নম্বর নিয়ে নানা ধরনের অনিয়ম হচ্ছে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের এক অভিভাবক সংবাদকে বলেন, আমার ছেলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে প্রথম সাময়িকের লিখিত পরীক্ষায় অধিকাংশ বিষয়েই ৭০ নম্বরের মধ্যে গড়ে ৬০ নম্বরের বেশি পেলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়ায় এসবিএতে তাকে অর্ধেক নম্বরও দেয়া হয়নি। এসবিএ বিষয়গুলো শ্রেণী কক্ষে নিয়মিত পাঠদান করা হয় না বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

এসবিএ নম্বর নিয়ে অনিয়ম প্রসঙ্গে মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ বলেছেন, একটি শুভ উদ্দেশ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত এসবিএ পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের নিয়মিত তদারকি না থাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে কিছু অনিয়ম হচ্ছে এবং এটা বন্ধ করার জন্য শিগগিরই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান।